কালের কণ্ঠ

তারিখ 05 APR 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

পড়তে এসে প্রতারণা

চার নাইজেরিয়ান শিক্ষার্থীসহ গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

খুদে বার্তা আর ই-মেইলে কোটি কোটি ডলারের আন্তর্জাতিক পুরস্কারের প্রলোভন দেখাত তারা। পুরস্কারের অঙ্ক দেখেই অনেকে দিশাহারা হয়ে পড়ত। তাদের প্রতারণার ফাঁদ বুঝতে না পেরে কেউ কেউ সাড়া দিত পুরস্কারের আশায়। এরপর ধাপে ধাপে তাদের কথামতো পরিশোধ করতে হতো 'চার্জ'। আর এভাবেই বিদেশি একটি চক্র লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বাংলাদেশের সহজ-সরল মানুষের কাছ থেকে। নাইজেরিয়ার এ চক্রটি খোদ রাজধানীতে বসেই অপকর্মটি করে আসছিল দীর্ঘদিন ধরে। পেশায় তারা সবাই ছাত্র। পড়াশোনা করছে ধানমন্ডির ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে।

প্রতারণার শিকার এক ব্যক্তির অভিযোগের সূত্র ধরে গত রবিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর মিরপুরের শাহ আলী এলাকার একটি বাসা থেকে চক্রটির চার নাইজেরিয়ান সদস্যকে গ্রেপ্তার করেন পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) সদস্যরা। তাঁরা হলেন মোহাম্মদ আউয়ালু আদামু (২৫), ওবায়দুবাহিমেন জেমস (২৯), ওলোনোফেমি ডানিয়েল (৩১), মো. আদামু (২৫)। একই বাসা থেকে প্রতারণার সহযোগী হিসেবে আটক করা হয় বাংলাদেশি তরুণী জয়ন আরা রিয়াকেও (১৮)।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, গ্রেপ্তারকৃত চার নাইজেরিয়ান রাজধানীর ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছেন। সম্প্রতি তাঁরা বাংলাদেশি এক ব্যবসায়ীর ৩৮ লাখ টাকা প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেন।

গতকাল সোমবার সকালে ধানমণ্ডিতে পিবিআই কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে পিবিআইয়ের স্পেশালাইজড ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড অপারেশন (এসআইঅ্যান্ডও) ইউনিটের বিশেষ পুলিশ (এসএস) আহসান হাবীব পলাশ অভিযানের ব্যাপারে বিস্তারিত জানান। তিনি বলেন, গত ২৭ ফেব্রুয়ারি প্রতারিত এক ব্যক্তি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে পল্টন থানায় একটি মামলা করেন। এ ঘটনার তদন্তে নেমেই চক্রটিকে শনাক্ত করা হয়। রবিবার রাতে অভিযান চালিয়ে শাহ আলীর নবাবেরবাগ এলাকার একটি বাসা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় ওই বাসা থেকে চারটি ল্যাপটপ, আটটি মোবাইল ফোনসেট, ব্যাংকের চেক ও অ্যাকাউন্ট তথ্য, সিম ও পেনড্রাইভ জব্দ করা হয়।

পলাশ আরো জানান, তাঁরা পুরস্কারের বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপন করতে টেলিফোনে বাংলাদেশি মেয়েদের কণ্ঠ ব্যবহার করে যোগাযোগ করতেন। এ কাজে বাংলাদেশি কয়েকজন তরুণ-তরুণী যুক্ত থাকায় প্রতারণায় সুবিধা পাচ্ছে প্রতারকচক্রটি। ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে অনেক সময়ে নানা অঙ্কের টাকা আদায় করেছে চক্রটি।

পিবিআই থেকে দুপুরে মহানগর হাকিম আদালতে হাজির করে আসামিদের বিরুদ্ধে পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে আদালত এই চক্রের হোতা মোহাম্মদ আউয়ালু আদামুর তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। অন্যদের জেলহাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।